

খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে

খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিয়াটন্ত শিশু আদমনে - কাজী নজরুল ইসলাম

গডের একদিন হঠাৎ করে ইচ্ছা হল মানুষ তৈরী করবে। কারন তাকে স্মরণ করার মত এ দুনিয়াতে আর কেহ ছিলনা। একাকীত্ব অনুভব করছিলেন বুঝি! ভাল কথা। গড আদি মানব-মানবী আদম-হাওয়াকে তৈরী করলেন। তারা বেহেশতে পরম সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে লাগল। So far so good. কিন্তু ধীরে ধীরে গড তাদের উপর ঈর্ষাপরায়ণ (zealous) হয়ে উঠল। আদম-হাওয়ার এহেন সুখ-শান্তি গডের বুঝি আর সহ্য হচ্ছিল না। তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন কি করা যায়। হঠাৎ একদিন দুনিয়া কাঁপানো ইউরেকা-ইউরেকা বলে চিৎকার করে উঠলেন। সেটাকেই সম্ভবত বিজ্ঞানীরা বিগ-ব্যাং বলে! ইতোমধ্যে মাথায় কু-বুদ্ধি এসে গেছে! শয়তান তৈরী করতে হবে। কু-বুদ্ধি ছাড়া এটাকে কি কেহ সু-বুদ্ধি বলতে পারে। ধর্মগ্রন্থ থেকে শয়তানকে আমরা একটি নোংড়া ক্রিয়েচার হিসাবেই জানি এবং আমাদের গুরুজনেরাও সেটাই আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন। যে কি না মানুষের খারাপ ছাড়া কখনও ভালো চায় না। শয়তানের মত একটি নোংড়া প্রাণীকে সৃষ্টি করার চিন্তা যার মাথায় আসতে পারে সে যে কতটা নোংড়া মনের তা সহজেই অনুমেয়। গডকে আবার কোন বড় শয়তান প্ররোচিত করেছিল কে জানে!

গডই শয়তান সৃষ্টি করেছে এ কথা শুনে আমার কোন কোন বন্ধু যেন আকাশ থেকে পড়েন! ভাবখানা এমন তা হতেই পারে না! আমি বলি, তাহলে বল শয়তানকে কে সৃষ্টি করেছে? তখন আমতা-আমতা শুরু করে দেয়। তখন আমি বলি তাহলে মনে হয় ভগবানই শয়তানকে সৃষ্টি করেছে অথবা গডের মত শয়তানও শয়ন্তু, তাই না? তখন আর কথা বলে না। শয়তানকে খুব কৌশলে সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে গডের গায়ে কোন রকম আঁচর না লাগে। যা কিছু ভাল তার প্রশংসা যায় গডের কাছে। আর যাহা কিছু খারাপ তার ভৎসনা যায় শয়তানের দিকে। খুবই মচৎকার, তাই না? মানুষ ছাড়া গডের আদপেও কি কোন অস্তিত্ব আছে?

যাইহোক, দীর্ঘ্যদিন ধরে গড শয়তানকে যত রকমের কু-বুদ্ধি আছে তার সবগুলোই শেখালেন। তারপর তাকে ছেড়ে দিলেন আদম-হাওয়াকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিষিদ্ধ গন্ধম ফল (কেহ কেহ বলে গম!) খাওয়ানোর জন্য। গড যেটা চাইলেন সেটাই হল। গডের প্ল্যান কি আর ভেস্তে যেতে পারে! আদম-হাওয়া একদিন সত্যি সত্যি গম ফল খেয়ে ফেললেন। গড তো মনে মনে মহা খুশী! তারপর তাদের দোষী সাব্যস্ত করলেন নিষিদ্ধ গম ফল খাওয়ার জন্য। বেচারী-বেচারী কোনভাবেই গডকে বুঝাইতে সক্ষম হল না। পরিনাম, গড তাদের বেহেশত থেকে কিক মেরে দুনিয়াতে ফেলে দিলেন। ওয়াও, এত উঁচু থেকে পড়েও তারা জীবিত ছিল!

গড এবং শয়তান কন্সপাইরেসী করে যদি আদম-হাওয়াকে বেহেশত থেকে বিতাড়িত না করত তাহলে আমরা সবাই আজ বেহেশতেই থাকতে পারতাম। কি মজাই না হত, তাই না? কত হর-পরী-গেলমান, মদ-গাঁজা-ভাং, দুধ-ডিম-মধু, ফল-মূল-ম্যানসন, আরো কত কি! ইস মুখে পানি এসে যায়!

তারপর সময়ের আবর্তে গড একদিন মিখাঈল ফেরেশতাকে সৃষ্টি করলেন অথবা আগেই সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। তাকে দায়িত্ব দিলেন আদম-হাওয়া ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের ব্রেড-বাটারের ব্যবস্থা করা। পাশাপাশি আদম-হাওয়াকে হাট থেকে এক জোড়া গরু এবং লাঙ্গল-জোঁয়াল ও কিনে দিলেন চাষাবাদ করে খাওয়ার জন্য। বেহেশত থেকে কিছু গম ফলের বীজ ও পাঠালেন রুটি বানিয়ে খাওয়ার জন্য। মিখাঈল ফেরেশতার তাহলে আবার কি কাজ? মিখাঈল ব্যাটা কাজ না করে না করে একেবারে ল্যাথার্জিক হয়ে গেছে। দেখেন না, সোমালিয়া, রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি, এই সব দেশের লোকদের কি দশা। আর সোমালিয়াতেই বা যেতে হবে কেন। বাংলাদেশেই প্রতি বছর মঙ্গায় কত লোক যে মারা যায় কে জানে। এই সামান্য ব্রেড-বাটারের দায়িত্বই যেখানে মিখাঈল সামাল দিতে পারছেন সেখানে তাকে নাকি আবার ঝড়-বৃষ্টিরও গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কেমন লাগে বলুন তো। যেখানে দরকার বৃষ্টি সেখানে দিতেছে খড়া আর যেখানে দরকার খড়া সেখানে দিতেছে বৃষ্টি। এবার বুঝুন ঠ্যালা! সমুদ্রে বৃষ্টির কোন দরকার নেই অথচ সেখানে বৃষ্টি দেয় আর যেখানে ক্ষেতের ফসলে বৃষ্টি দরকার সেখানে দেয় খড়া বা বন্যা! এই ননসেন্স মিখাঈলকে গড আর কতদিন ধরে এ পোস্টে রেখে দেবে। সে তো মনে হয় বুড়ো হয়ে মৃত্যুর ক্ষণ গুনছে অথবা কবে যে মরে ভূত হয়ে গেছে কে জানে! গডের কাছে আর উপযুক্ত কি কেহ নেই! এ তো দেখছি বাংলাদেশের চাকরীর মত। না মরা পর্যন্ত পোস্ট খালি হয়না! জীবরাঈল ফেরেশতা তো আজ প্রায় ১৪০০ বছর ধরে আনইমপ্লয়েড হয়ে বসে আছে। তার আর কোন কাজ নেই। গড তাকে এ দায়িত্ব দিলেও তো পারত। গডের মতি গতি বুঝা বড়ই দায়! একমাত্র আল্লা মালুম!

আর এক রিডানড্যান্ট ক্রিয়েচার আজরাঈল (যমদূত!)। আচ্ছা মনে করেন একজন মানুষকে সম্পূর্ণ পানিতে নিমজ্জিত করে দীর্ঘক্ষণ চেপে ধরে রাখা হল। কি হবে মানুষটির? নিঃসন্দেহে অক্লান্ত পাবে, তাই না। এ অবস্থায় আজরাঈলের ভূমিকাটা কি? আজরাঈল কি লোকটির কাছাকাছি এসে ঘাপটি মেরে বসে থাকবে আর দেখবে কখন সে মারা যায়? আজরাঈল কখন তার জান কবচ করবে? মৃত্যুর আগে না পরে? মৃত্যুর পরে জান কবচ, এ কি করে সম্ভব? আর মৃত্যুর আগেই বা আজরাঈল তার জান কবচ করবে কেন? আজরাঈল জান না কবচ করলেও কি লোকটি মারা যাবে? সায়েন্স তো বলছে, এ অবস্থায় লোকটির মারা যাওয়ার সাথে আজরাঈলের জান কবচ করা না করার কোনই সম্পর্ক নেই। বিশ্বাস না হলে নিজেই একবার পরীক্ষা করে দেখুন না। আজরাঈলের দেখা পেয়েও যেতে পারেন! পরীক্ষাটাও খুবই সহজ!

গড কিভাবে select করে কোন soul কে কার ঘরে পাঠাবে। গডের এ selection কি deterministic নাকি random? যদি deterministic হয় তাহলে গড কেন মানুষকে হিন্দু, খৃষ্টান, জিউস, ইত্যাদি ধর্মের ফলোয়ারদের ঘরে পাঠাইতেছে? তাদের কতটুকু সম্ভাবনা থাকে মুসলিম হওয়ার। Tends to zero! নাকি random selection, অর্থাৎ গড সপ্তম আসমান থেকে প্রতিনিয়ত কিছু কিছু soul কে বুরুৎ-বুরুৎ করে নীচে ছেড়ে দিতেছে আর সেগুলি ফুরুৎ-ফুরুৎ করে উড়ে এসে মহিলাদের গর্ভাশয়ে ঢুকে যাইতেছে, যেটা গড নিজেই জানেনা কার গর্ভাশয়ে কে ঢুকল! গডের লীলাখেলা বুঝা বড়ই দায়!

আগামীকাল থেকে যদি পৃথিবীর তাবৎ নর-নারী sexual contact ছেড়ে দেয় অথবা ১০০% protection দিয়ে মিলিত হয়, সেক্ষেত্রে গড কি অন্য কোন ভাবে পৃথিবীতে মানুষ পাঠাতে পারবে? অথবা পৃথিবীর তাবৎ মানুষ যদি একসাথে সুইসাইড করে, সেক্ষেত্রেও কি গড আবার নতুন করে মানুষ পাঠাতে পারবে? কি মনে হয় আপনাদের। সেই যে কবে আদম-হাওয়াকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিল তার পর থেকে গডের আর কোন পাত্তাই নেই! আর দু-একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষও কি পাঠানো যায় না। অথবা পূর্ণাঙ্গ পশু-পাখি, গাছ-পালা? কোনটাই না? কি আশ্চর্য! গডের এক কথা এক কাজ নাকি, আল্লা মালুম!

মানুষ সৃষ্টির আগে ফেরেশতাদের নিয়ে গড একটি মিটিং ডেকেছিল এবং তার সুপ্ত ইচ্ছার কথা তাদের জানিয়েছিল। ফেরেশতারা বলেছিল, এ কাজ করতে যাবেননা, প্লিজ। তারা সবসময় একে অপরের সহিত মারামারি-হানাহানি-খুনাখুনিতে লিপ্ত থাকবে। গড বলেছিল, “আমি যা জানি তোমরা তা জাননা।” এখন বুঝা যায় ফেরেশতারা কত সঠিক ছিল!

গড মানুষ তৈরী করে শয়তানকে তাদের পেছনে লেলিয়ে দিল। পাশাপাশি আবার মানুষকে এ্যান্টিভাইরাস (ধর্মগ্রন্থ) দিল শয়তান থেকে নিজেদের সেভ রাখার জন্য। সেই পুরাতন প্রবাদের কথা মনে পড়ে গেলঃ “চোরকে বলে চুরি কর আবার বাড়িওয়ালাকে বলে সজাগ থেক।” হায়রে গডের লীলাখেলা! এ শিশুসুলভ খেলা আর কতদিন চলবে!

রায়হান।